ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১৯/০১/২০১৮ ।।

পূর্ণ রাজ্য দিবস নেতাজি জন্মজয়ন্তী সাধারণতন্ত্র দিবস বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উদ্‌যাপন করা হবে

আগরতলা, ১৯ জানুয়ারী ।। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগামী ২১ জানুয়ারী ত্রিপুরায় পূর্ণ রাজ্য দিবস, ২৩ জানুয়ারী নেতাজি সুভাষ জন্মজয়ন্তী, ২৬ জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ২১ থেকে ২৬ জানুয়ারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী আগরতলায় পূর্ণ রাজ্য দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের প্রথম প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠান শুরু হবে দুপুর ২টায়।

নেতাজি জন্মজয়ন্তীর মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের মাঠে সকাল সাড়ে আটটায়। এ উপলক্ষে শোভাযাত্রা নেতাজি স্কুলের মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় রবীন্দ্র কাননে শুরু হবে হর্টিকালচার প্রদর্শনী। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

২৪ জানুয়ারী এম বি বি স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়েছে দৃষ্টিহীনদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের। বিকাল তিনটায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে মহিলাদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। বিকাল চারটায় রবীন্দ্র কাননে অনুষ্ঠিত হবে বসে আঁকো এবং আলপনা প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যা ৬টায় রবীন্দ্র কাননেই আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

আগামী ২৫ জানুয়ারী সকাল সাতটায় উমাকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হবে ক্রস কান্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতা। সকাল ১১টায় রবীন্দ্র ভবনের প্রথম প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা। বিকাল তিনটায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আগামী ২৬ জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল সাড়ে ছটায় গান্ধীঘাটে গান্ধীবেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে। সকাল সাতটায় পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হবে। সকাল সাড়ে সাতটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে মহাকরণে। সকাল সাড়ে দশটায় হাসপাতালের রোগী, অনাথ আশ্রম ও দুঃস্থ আবাসের আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে।

আগরতলার মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আসাম রাইফেলস ময়দানে। সকাল নটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন রাজ্যপাল তথাগত রায়। পতাকা উত্তোলনের পর তিনি বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করবেন। এরপর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে।

সাব্রুমে জাতীয় সেবা প্রকল্পের শিবির

সাব্রুম, ১৯ জানুয়ারী ।। নং-২ জলেফা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে জাতীয় সেবা প্রকল্পের ৭ দিনের এক বিশেষ শিবির শুরু হয়েছে। জাতীয় সেবা প্রকল্পের ৭ দিনের শিবিরে সাফাই অভিযান, যোগাসন প্রদর্শন, আইনী সচেতনতা শিবির, ছাত্র-ছাত্রীদের বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা ও সচেতনতা নিয়ে আলোচনা, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ২৩ জানুয়ারী শিবিরের সমাপ্তি হবে।

উদয়পুরে ভোটদান নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

উদয়পুর, ১৯ জানুয়ারী ।। ভোটদান সম্পর্কে নতুন ভোটারদের সচেতন করার লক্ষ্যে ১৭ জানুয়ারী গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উদয়পুর মহকুমার তিনটি স্থানে সচেতনতামূলক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মহকুমার কাকড়াবন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও পালাটানা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোটদান সম্পর্কে আলোচনাচক্র, ভিডিও প্রদর্শন এবং নাটক প্রদর্শিত হয়। তাছাড়া, কাকড়াবন ব্লকের জামজুরি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও আলোচনাচক্র, নাটক ও ভিডিও প্রদর্শিত হয়। ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতামূলক তিনটি অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন কাকড়াবন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিকলাল মজুমদার, শিক্ষক অশোক দেব, পালাটানা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুদীপ দাস এবং জামজুরি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হরিপদ মজুমদার ও জেলা প্রশাসনের পক্ষে গৌতম সাহা প্রমুখ।

কমলপুরে মহকুমা ভিত্তিক লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা

কমলপুর, ১৯ জানুয়ারী ।। কমলপুরের নজরুল ভবনে গতকাল অনুষ্ঠিত হয় মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মহকুমা কার্যালয়ের আধিকারিক অমিতাভ চাকমা। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্র দেববর্মা, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক করুণাকান্ত দেববর্মা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অনুকূল দেববর্মা সহ তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক। এই প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেছে শিববাড়ি এডিসি ভিলেজের মামিতা নৃত্যদল এবং দ্বিতীয় হয়েছে এই ভিলেজেরই ত্রিপুরী নৃত্যের দল। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হয়েছে সানাইয়া রিয়াং পাড়ার হজাগিরি নৃত্যের দল। উল্লেখ্য, ১ম স্থানাধিকারী দল আগামী ২৬ জানুয়ারী আমবাসায় অনুষ্ঠিত ধলাই জেলা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে।

কুমারঘাট মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য

কুমারঘাট, ১৯ জানুয়ারী ।। কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির হলে গতকাল ৬৯তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে কুমারঘাট মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমার উপজাতি কল্যাণ আধিকারিক এল সাঙমা, কুমারঘাট পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে মহকুমার পেচারথল ব্লক এলাকার বিজু নৃত্যদল প্রথম এবং কুমারঘাট ব্লক এলাকার রাজকান্দির গড়িয়া নৃত্যদল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিজয়ী দল দুটি আগামীকাল কৈলাসহরে জেলা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে।

কমলপুরে থিয়েটার উৎসব শুরু

কমলপুর, ১৯ জানুয়ারী ।। পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় ও সায়ক নাট্য সংস্থার ব্যবস্থাপনায় গতকাল থেকে কমলপুর টাউন হলে শুরু হয়েছে ৫দিনব্যাপী থিয়েটার উৎসব। সন্ধ্যাবেলায় এই উৎসবের যৌথভাবে শুভ উদ্বোধন করেন পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার কুনাল ঘোষ এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক প্রসেনজিৎ চৌধুরী। উদ্বোধনের পর টাউন হলের মঞ্চে প্রদর্শিত হয় পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরের প্রাচ্য নাট্যগোষ্ঠীর নাটক মৃত্যু, ঈশ্বর, যৌনতা । এই হলেই ১৯ জানুয়ারী প্রদর্শিত হবে সায়ক নাট্যগোষ্ঠীর নাটক সমুদ্দুর। ২০ জানুয়ারী হবে আগরতলার নাট্যভূমি গ্রুপ থিয়েটারের নাটক সরল বার্তা, ২১ জানুয়ারী হবে আগরতলারই ত্রিপুরা থিয়েটারের নাটক কাবুলিওয়ালা । উৎসবের শেষদিন ২২ জানুয়ারী প্রদর্শিত হবে কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠী নান্দিকারের নাটক আলিফা । প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে এই নাটকগুলি প্রদর্শিত হবে।

১৮ ফেব্রুয়ারী রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারী ।। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮, ষাট আসন বিশিষ্ট ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা হবে ৩রা মার্চ, ২০১৮। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণীকান্তি এই সংবাদ জানান। উল্লেখ্য, আজ দুপুরেই ভারতের নির্বাচন কমিশন নয়াদিল্লিতে ভোটের এই নির্ঘন্ট ঘোষণা করে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, আগামী ২৪ জানুয়ারী, ২০১৮ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হচ্ছে ৩১ জানুয়ারী, ২০১৮। ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮। ভোট গ্রহণ এবং গণনার পর ৫ই মার্চের মধ্যে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য, আগামী ১৪ মার্চ, ২০১৮ রাজ্য বিধানসভার বর্তমান মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

৫ই জানুয়ারী, ২০১৮ প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ২৫,৬৯,২১৬ জন ভোটার এবারের নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১৩,০৩,৪২০ জন এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে ১২,৬৫,৭৮৫ জন। এছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১১ জন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ২০১৩ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হয় সে সময় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিলো ৩০৪১টি। এবছর ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়ে ৩২১৪টি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৫.৬৯ শতাংশ। তিনি জানান, প্রতি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পিছু গড়ে ভোটার থাকছেন ৭৯৯ জন।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণীকান্তি জানান, ভোটের অন্তত ৭দিন আগে সমস্ত ভোটারের কাছে যাতে সচিত্র ভোটার স্লিপ পৌঁছে যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সবকঞ্চটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকেই যাতে ওয়েবকাস্ট করা যায় তার চেষ্টা করা হবে বলেও তিনি জানান। একই সঙ্গে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে মহিলাদের সুবিধার জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সর্বত্রই ভোটার সহায়তা কেন্দ্র থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন। বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৪০টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র যাতে শুধুই মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত করা যায় তার চেষ্টা করা হবে বলেও তিনি জানান। শ্রীরাম তরণীকান্তি জানান, রাজ্যে পাঁচ হাজারের বেশি সার্ভিস ভোটার রয়েছেন। তারা এবার ই টি বি পি এস পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট দেবেন। ভোটের সময় রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ভোটের জন্য রাজ্যে ৩০০ কোম্পানীর মতো আধা-সামরিক বাহিনী পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যেই ২৫ কোম্পানী নিরাপত্তা বাহিনী রাজ্যে পৌঁছে গেছে। অবশিষ্ট বাহিনীও ধাপে ধাপে রাজ্যে পৌঁছে যাবে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, ভারতের নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার সুদীপ জৈন নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রুটিন ভিজিটে আজ রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন।

পালস পোলিও ঃ আমবাসায় কর্মশালা

আমবাসা, ১৮ জানুয়ারী ।। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আগরতলা ইউনিটের উদ্যোগে সম্প্রতি জওহরনগর ধলাই জেলা শাসকের কার্যালয়ের সভা গৃহে পালস পোলিও কর্মসূচি নিয়ে এক জেলা ভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আগরতলা ইউনিটের এস এম ও ডাঃ অঞ্জন চট্টোরাজ, ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শরবিন্দ রিয়াং, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অ্যাপেলো কলই, জেলার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম ও আই সিগণ এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ। আগামী ২৮ জানুয়ারী ২০১৮ ইং ধলাই জেলায় ১ম পর্যায়ের এবং আগামী ১১ মার্চ ২য় পর্যায়ের পালস পোলিও কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ধলাই জেলায় পালস পোলিও কর্মসূচিকে সফল করে তোলা এবং কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আগরতলা ইউনিটের এস এম ও ডাঃ অঞ্জন চট্টোরাজ, ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শরবিন্দ রিয়াং এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ।

৪০তম ককবরক দিবস : আগরতলায় ২ দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারী ।। ১৯ জানুয়ারী ককবরক দিবস। প্রতিবারের মত এবারও সারা রাজ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে আগরতলায় ২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আজ সকালে সুপারীবাগানস্থিত দশরথ উপজাতি সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রে আলোচনাচক্রের মধ্য দিয়ে ২ দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। ককবরকের বিশিষ্ট লেখক ড. বোধরায় দেববর্মার সভাপতিত্বে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা রবীন্দ্র রিয়াং, উপজাতি গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মা, ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকারের অধিকর্তা সুবল দেববর্মা, এ ডি সির অতিরিক্ত সি ই ও সুবিকাশ দেববর্মা প্রমুখ আলোচনা করেন। এর পর অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাচক্র, কবি সম্মেলন এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। ককবরক কথন সাহিত্য থেকে লিখিত সাহিত্যে উত্তরণের প্রেক্ষাপট শীর্ষক এই আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট ককবরক লেখক নরেশ চন্দ্র দেববর্মা, বিশিষ্ট কবি নন্দ কুমার দেববর্মা ও চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন ককবরক লেখক সুকান্ত দেববর্মা। আগামীকাল ৪০তম ককবরক দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সুপারীবাগানস্থিত দশরথ উপজাতি সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে। এই অনুষ্ঠানে ৩ জন বিশিষ্ট ককবরক লেখককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। সকালে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর মধ্য দিয়ে আগামীকালের ককবরক দিবসের কর্মসূচির সূচনা হবে। সকাল ৮টায় উমাকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালী বের হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালের ১৯ জানুয়ারী ককবরক রাজ্যের অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

পানিসাগর মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা

পানিসাগর, ১৮ জানুয়ারী ।। পানিসাগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ স্থানীয় টাউন হলে মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মহকুমার উপজাতি লোকনৃত্য দলগুলি অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে হিমসীকাং পাড়ার হজাগিরি নৃত্যের দল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে বেথেলাম হাই স্কুল ও হলিক্রস স্কুলের উপজাতি লোকনৃত্যের দল। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ী দলগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়।

আমবাসায় উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আমবাসা, ১৮ জানুয়ারী ।। আমবাসা মহকুমা উপজাতি কল্যাণ কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ আমবাসা চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে প্রজাতন্ত্রদিবস উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে আমবাসা মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ধলাই জেলা উপজাতি কল্যাণ আধিকারিক দিলীপ কুমার দেববর্মা এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন আমবাসা চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দশনন্দ দেববর্মা, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সহ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আমবাসা মহকুমা উপজাতি কল্যাণ আধিকারিক কবিতা দেববর্মা। মহকুমা ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে হাদুক কলক পাড়ার প্রতিরাম রিয়াং ও তার দল, দ্বিতীয় হয়েছে বলরাম পাড়ার তবি মারাক ও তার দল এবং তৃতীয় হয়েছে কুমার ধন পাড়ার তবলা মোহন ত্রিপুরা ও তার দল। অনুষ্ঠানে বিজয়ী দলগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়।

রূপাইছড়ি ব্লকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতি

রূপাইছড়ি, ১৮ জানুয়ারী ।। রূপাইছড়ি ব্লকে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হবে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ২১ জানুয়ারী পূর্ণ রাজ্য দিবস পালিত হবে। এদিন সরকারী অফিসগুলিতে সাফাই অভিযান হবে। ২৪ এবং ২৫ জানুয়ারী ব্যাটমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ জানুয়ারী প্রভাতফেরী, সকাল সাড়ে ৭টায় সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ৯টায় রূপাইছড়ি ব্লক প্রাঙ্গণে ব্লকের মূল অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হবে। এদিন রূপাইছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং মনুবনকুল সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। এই অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে সফল করার জন্য ১৬ জানুয়ারী রূপাইছড়ি ব্লক কনফারেন্স হলে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বি ডি ও তাপস কুমার সিন্‌হা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উদয়পুরে জেলা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা ২৩ জানুয়ারী

উদয়পুর, ১৮ জানুয়ারী ।। প্রজাতন্ত্র দিবস কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ২৩ জানুয়ারী উদয়পুর টাউন হলে গোমতী জেলা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় জেলার তিনটি মহকুমা থেকে উপজাতি লোকনৃত্যের দল অংশ গ্রহণ করবে।

বিশালগড় মহকুমায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা শিবিরের কর্মসূচী

বিশালগড়, ১৮ জানুয়ারী ।। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের কর্মসূচীতে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ২২ জানুয়ারী থেকে ৩০ জানুয়ারী পর্যন্ত ৩০টি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিবিরগুলিতে স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর আলোচনাচক্র ছাড়াও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হবে । বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, ২২ জানুয়ারী অরবিন্দনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত গাবতলি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ২৪ জানুয়ারী কলকলিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত চৌধুরী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, চন্দন নগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত ধ্বজনগর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, দক্ষিণ চড়িলাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত চৌমুহনী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, রাউথখলা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, নবীনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত পূর্ব নবীনগর ২নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, লালসিংমুড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত মিটারমুরা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, গজারিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত পাল পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ঘনিয়ামারা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উত্তর ঘনিয়ামারা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, নেহালচন্দ্র নগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত সুনীল সাহা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ২৫ জানুয়ারী চাম্পামুড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত নির্মল বনিক পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, কলকলিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত মারাক পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, পূর্ব লক্ষীবিল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত মিস্ত্রী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, কসবা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত কসবা ২নং ওয়ার্ড অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, চন্দ্রনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত পূর্বটিলা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, উত্তর চড়িলাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত নেতাজী কলোনী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, চেলিখলা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত চেলিখলা ৪নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, অরবিন্দ নগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত অরবিন্দ নগর ৩নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, উত্তর ব্রজপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত হারাধন দাস পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, নবীনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত নবীনগর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, দক্ষিণ ব্রজপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত পূর্ব আমতলি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, বাথানমুড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত রাঙ্গামাটিয়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, বংশীবাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত জয়মঙ্গল পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, রামছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত রামছড়া ৩নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে স্বর্ণময়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত দক্ষিণ শিবনগর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ২৭ জানুয়ারী প্রভুরামপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অর্ন্তগত দক্ষিণ প্রভুরামপুর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ৩০ জানুয়ারী ধ্বজনগর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হবে ।

রাজ্য সরকার তপশিলী জাতি অংশের মানুষের কল্যাণে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে : তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারী ।। ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল্ড কাস্ট-এর সদস্য ড. যোগেন্দ্র পাসোয়ান গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্যে তপশিলীদের কোনও উন্নয়ন হয় না এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তপশিলী বিরোধী বলে যে বক্তব্য রেখেছেন তা সঠিক নয়। আজ মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল্ড কাস্ট-এর সদস্য ড. যোগেন্দ্র পাসোয়ানের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান তপশিলী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক। উল্লেখ্য, গত ১৫ জানুয়ারী ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল্ড কাস্ট-এর সদস্য ড. যোগেন্দ্র পাসোয়ান ও জাতীয় তপশিলী জাতি কমিশনের অধিকর্তা এস কে সিং রাজ্যে আসেন।

তপশিলী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক জানান, রাজ্য সরকার রাজ্যের তপশিলী জাতি অংশের মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে তপশিলী জাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণ, সেচের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি নির্মাণ, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ তৈরী প্রভৃতি। তিনি বলেন, তপশিলী জাতি অংশের মানুষের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আর্থিক আয় বাড়ানোর জন্য মৎস্যজীবী, ধোপা ও হরিজনদের যে সকল প্রকল্প রয়েছে সেগুলিতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং পশুপালনের ক্ষেত্রে ও ক্ষুদ্র ব্যবসা করার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রী শ্রী ভৌমিক বলেন, গত তিন বছরে বেকারদের জন্য ৪০৯টি স্টল তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। মৎস্যজীবী ও সব্জি ব্যবসায়ীদের জন্য মার্কেট শেড তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্কীল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং-এর মাধ্যমে তপশিলী জাতি অংশের মানুষদের গাড়ি চালনা, কম্পিউটার, সেলাই এবং বিউটিফিকেশন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে।

তপশিলী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক আরও বলেন, সাক্ষরতার দিক দিয়ে আমাদের রাজ্য হলো দেশের প্রথম এবং ২০১১ সালের যে জনগণনা তাতে রাজ্যের সার্বিক সাক্ষরতার প্রেক্ষিতে তপশিলী জাতি অংশের মানুষের সাক্ষরতার হারও বেশ ভালো। মন্ত্রী শ্রী ভৌমিক বলেন, দেশের ১০০ জনের মধ্যে ২১ জন তপশিলীদের ঘরই নেই। তিনি বলেন, সারা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে দলিতদের অপমান সহ্য করতে হয় কিন্তু আমাদের রাজ্যে এ ধরণের ঘটনার কোনও নজির নেই। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে দলিতদের উপর সংঘটিত মোট নির্যাতনের প্রায় ৬৫ শতাংশ নির্যাতনই সংঘটিত হয় রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ এই পাঁচটি রাজ্যে।

মন্ত্রী শ্রী ভৌমিক বলেন, সারা ভারতবর্ষে প্রতিদিন তপশিলীদের মধ্যে ২ জন খুন হন, ঘন্টায় ৪ জন মহিলা ধর্ষিতা হন, ২টি করে ঘর পোড়ানো হয় দলিতদের। তিনি বলেন, নবম ও দশম শ্রেণীর স্কুল পড়ুয়া তপশিলী জাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রায় তিন কোটি পনেরো লক্ষ টাকা এখনও প্রদান করেনি কেন্দ্র সরকার। উপরন্তু তপশিলী জাতি কল্যাণে রাজ্যের বরাদ্দ অর্থও প্রতি বছর কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যেখানে পাওয়া গিয়েছিলো প্রায় ১৪ কোটি টাকা, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কমতে কমতে এ বছর তা এসে দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকায়। এর জন্য প্রতিনিয়ত দাবি জানিয়ে গেলেও দেবে কিনা তা কিছুই বলছে না কেন্দ্র সরকার। তপশিলী কল্যাণ মন্ত্রী আরও জানান, আমাদের রাজ্যে ৪০ শতাংশের উপর তপশিলী জাতি অধ্যুষিত এরকম গ্রাম রয়েছে প্রায় ৫০টির কাছাকাছি এবং ২০ শতাংশের উপর তপশিলী জাতি অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে প্রায় ১৬৫টি। এই গ্রামগুলির মধ্যে এরকম একটিও গ্রাম নেই যেখানে রাস্তা হয়নি, বিদ্যুৎ যায়নি, বিদ্যালয় নেই। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন গুচ্ছ প্রকল্পগুলি রূপায়ণের মাধ্যমে তপশিলী জাতি অংশের জনগণকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

জম্পুইজলায় জাতীয় কৃমিনাশক দিবস কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

জম্পুইজলা, ১৭ জানুয়ারী ।। জম্পুইজলার বাঁখারাই কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে গতকাল রাজ্য ভিত্তিক জাতীয় কৃমিনাশক দিবস কর্মসূচীর সূচনা হয়। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা: এন ডার্লং, স্টেট নোডাল অফিসার (ডি ওয়ার্মিং ইন্টারভেনশন) ডা: দেবাশীষ সাহা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের জনসংযোগ আধিকারিক পারিজাত দত্ত, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শক দীপকলাল সাহা, জম্পুইজলা ব্লকের বি ডি ও প্রদীপ কুমার দেববর্মা, সিপাহীজলার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: চিতান দেববর্মা প্রমুখ। উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা বলেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ। তাই রাজ্য সরকার সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে। রাজের সমস্ত শিশুকে কৃমি মুক্ত করার কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান রাখেন। এই বিষয়ে জনগণকে সচেতনতা বাড়ানোর উপরও বিধায়ক শ্রী দেববর্মা গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা: এন ডার্লং বলেন, রাজ্যের ১-১৯ বছর বয়সের সবাইকে কৃমি মুক্ত করার লক্ষ্যেই কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হয়। আগামী ১৮ জানুয়ারী রাজ্যের মোট ১১ লক্ষ ৭২ হাজার ৩২০ জন শিশুকে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন স্টেট নোডাল অফিসার (ডি ওয়ার্মিং ইন্টারভেনশান) ডা: দেবাশীষ সাহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জম্পুইজলা বি এ সি-র চেয়ারম্যান এম ডি সি সন্তোষ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জম্পুইজলা মহকুমা এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় কৃমিনাশক দিবস উপলক্ষ্যে পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে।

ধলাইয়ে লোক সংস্কৃতি উৎসব

কমলপুর, ১৭ জানুয়ারী ।। চারদিনব্যাপী লোক সংস্কৃতি উৎসব গত ১২ থেকে ১৫ জানুয়ারী ধলাই জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। কমলপুর টাউন হলে ১২ জানুয়ারী এই উৎসবের সূচনা হয়। পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও সায়ক নাট্যগোষ্ঠীর সহযোগিতায় আয়োজিত এই উৎসবের ১২ জানুয়ারী উদ্বোধন করেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সুব্রত ভট্টাচার্য। এই উপলক্ষ্যে ১২ এবং ১৪ জানুয়ারী কমলপুর টাউন হলে এবং ১৩ ও ১৫ জানুয়ারী আমবাসায় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গ, অসম, গুজরাট, ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে আগত লোক শিল্পীগণ।